তারিখ 05 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে ?

॥ রণজিত দাস ॥

ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলরের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য প্রদানকে কেন্দ্র এই বিতর্কের জন্ম। সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে সাক্ষাৎকারে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি চর্চা বন্ধ করার জন্য তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, শিক্ষা কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ছাত্ররা রাজনীতি করার কোন সময় না পায়। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে অন্য কোন ঘটনার বা পরিবেশের কথা উল্লেখ না করে কেবলমাত্র শিক্ষা পরিবেশ নষ্ট করার জন্য রাজনীতি ও ছাত্রদেরকে একতরফাভাবে দায়ী করেছেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেছেন বলেই মনে হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে একাডেমিক প্রোগ্রাম এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছেন যাতে করে ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যায়। এতে করে তো শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না বরং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করছে। অভিযোগ উঠেছে, হরতাল বা ধর্মঘটের দিনও কোন কোন বিভাগের শিক্ষকেরা ক্লাস নেয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে এবং ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি সংখ্যা গণনা করা হচ্ছে হরতাল ও ধর্মঘটের দিনগুলোতে। উল্লেখ্য যে, উপস্থিতি সংখ্যা ৭৫% না হলে পরীক্ষা কিংবা স্টাইপেন্ড পাবে না। বাধ্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হরতাল বা ধর্মঘট ভাঙ্গার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা কর্তৃপক্ষের রাজনীতি বন্ধের কৌশল বলে মনেহয়।

ছাত্র রাজনীতিকে কুলষিত করার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্র নেতাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কেউ কেউ ক্যাম্পাসের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। তিনি ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন- 'কোন কোন নির্বাচিত ছাত্র সংসদের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেয়েছে বলে নিজেরা মনে করে।' উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ বলতে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বুঝাতে চেয়েছেন। ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করতে হলে প্রথমে ছাত্র নেতাদের আক্রমণ করা প্রয়োজন- ভাইস-চ্যান্সেলর মনে হয় সেই কৌশলই অবলম্বন করেছেন।

এ ছাড়া ক্যাম্পাসে ছাত্র মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম প্রথম মিছিলসহকারে দাবী উথাপনে নতুন কর্তৃপক্ষ নাখোশ হওয়ার ঘটনা জানা গেছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে একটি অনুষদের চাকরি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে এবং ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার নিকট যায়। শান্তিপূর্ণ এই মিছিল উদ্যোগকারীর বিরুদ্ধে 'শোকজ' করার পরিকল্পনা নেয়া হয়, পরবর্তীতে অন্য একটি ঘটনার কারণে তা পরিত্যক্ত হয়।

অন্যান্য জিনিসের দামের উর্ধ্বগতির কথা উল্লেখ করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ভাইস-চ্যান্সেলর তার সাক্ষাৎকারে।

ভাইস-চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া বাকসু ও ছাত্র সংগঠনগুলো ব্যক্ত করেছে। সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব আসাদুল আমিন দাদন বলেছেন- ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের ধারণা অস্পষ্ট কিংবা তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট। ভায়লেন্স প্রসংগে জিএস-এর বক্তব্য হলোঃ প্রশাসনের সহযোগিতা বা সযত্ন পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কেউই ভায়লেন্স করতে পারে না। সংসদ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তব্য সঠিক নয় বলে বাকসুর জিএস উল্লেখ করেন। শিক্ষার ব্যয় লাঘবের জন্য সরকারের উচিত হবে সাবসিডি ও সরকারী ব্যয় বরাদ্দ করা- কোন অবস্থাতেই ছাত্র বেতন বৃদ্ধির যুক্তি সমর্থন করা যায় না বলে জিএস উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ)-এর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি জনাব আবদুর রফিক তাঁর সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। লিখিত এক বক্তবে, তিনি বলেন- "দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ ব্যক্তির ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশ ও জাতির জন্য দুঃখজনক। ছাত্র রাজনীতি ও নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি সম্বন্ধে এহেন দায়িত্বহীন মন্তব্য প্রকারান্তরে '৫২-র ভাষা আন্দোলনে, '৬২,'৬৬-র ছাত্র আন্দোলন ও সর্বোপরি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্র সমাজের গৌরবময় ভূমিকাকে অস্বীকার করার শামিল।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাকে বাদ দিয়ে ছাত্রবেতন ও সীট ভাড়া বৃদ্ধির মন্তব্য সরকারের মত শিক্ষা খাতকে অনুৎসাহিত করার নামান্তর বলে তিনি মন্তব্যকরেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি ও পরিবেশ দূষিতকরণ একসাথে গুলিয়ে ফেলার বক্তব্য নিন্দার যোগ্য। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ছাত্রত্ব বজায় রেখেই ছাত্র রাজনীতি এগিয়ে চলে। আর পরিবেশ নষ্ট হয় প্রশাসনিক অব্যবস্থা, অদক্ষতা আর দুর্বলতার জন্য। ছাত্র সংসদ সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তব্য অসম্পূর্ণ বলে ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি উল্লেখ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ব্যয় বেড়েছে সে কারণে ছাত্রবৃত্তি, সাবসিডি ও ছাত্রদের সুযোগ আরো বাড়ানো দরকার। ছাত্রবেতন বৃদ্ধির চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রশাসনের দায়িত্ব সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য নিয়ম যুক্তি অনুসরণ করা উচিত। ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি আরো বলেন, অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

(বাকসুর ভিপি, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না পাওয়ার কারণে তাদের বক্তব্য ছাপানো সম্ভব হলো না।)